দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৪ ...

বিজয়নগরের দুই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই

■ **বিজয়নগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা**

বাংলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে এখনো শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়নি অনেক স্কুল-কলেজে। জানা গেছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শহীদ মিনার নেই। শহীদ মিনার নির্মাণ বাধ্যতামূলক হলেও প্রশাসনিক তদারকি না থাকায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার স্থাপন করা হচ্ছে না। এ নিয়ে শিক্ষার্থী, মুক্তিযোদ্ধা ও অভিভাবকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।'

> প্রশাসনিক তদারকি না থাকায় শহীদ মিনার হচ্ছে না। শিক্ষার্থী, মুক্তিযোদ্ধা ও অভিভাবকদের মাঝে ক্ষোভ

সূত্র জানায়, উপজেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন মিলিয়ে ২১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, চম্পকনগর স্কুল এন্ড কলেজসহ হাতে গোনা ১০/১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার থাকলেও দুই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শহীদ মিনার নেই। ফলে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষার্থীরা বাঁশ, বেত দিয়ে তৈরি অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ।

এ ব্যাপারে উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. নাজমুল হক বলেন, 'উপজেলার কৃতী সন্তান ভাষা আন্দোলনের অগ্রনায়ক অলি আহাদের জন্মভূমি ইসলামপুর তথা বিজয়নগরে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার না থাকাটা দুঃখজনক, কারণ ভাষা সৈনিক অলি আহাদই বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষায় রূপান্তরের জন্য প্রথমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন।'

স্থানীয় সাংবাদিক শারমিন আক্তার বলেন, 'ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে না জানলে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হবে আমাদের আগামী প্রজন্ম। তাই দ্রুত বিজয়নগরের প্রতিটি স্কুল-কলেজে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হোক।'

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আল মামুন জানান, উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার উন নেছা শিউলি জানান, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে শহীদ মিনার নির্মাণ করা বাধ্যতামূলক। আমরা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শহীদ মিনার নির্মাণ করতে চিঠি পাঠিয়েছি। এখনো যারা নির্মাণ করেনি তাদেরকে দ্রুত শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।